তারিখ : 10 APR 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উচ্চশিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নই লক্ষ্য

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মোল্লা মাহফুজ-আল হোসেন
রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সমকালে ৫ এপ্রিল প্রকাশিত মো. মোর্তুজা আহমেদের (সহকারী অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়) 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কি বিষফোঁড়া?' শীর্ষক নিবন্ধটির বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য :

১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে মো. মোর্তুজা আহমেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের বরাত দিয়ে 'পরে খোঁজ করুন' মর্মে উল্লেখ করে এর অপব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা তার ওয়েবসাইট ব্রাউজিংয়ের অজ্ঞতাকেই প্রকাশ করে। 'পরে খোঁজ করুন' এ জাতীয় কোনো লিংক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটের কোথাও নেই। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও তার ধারণা নেই যে, কনটেন্ট পেজে সবকিছু কখনোই বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা যায় না। এজন্য সব ওয়েবসাইটেই Read More... অথবা See Link উল্লেখ থাকে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট দেশের মধ্যে তো বটেই, দেশের বাইরেও অনেক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে তথ্যসমৃদ্ধ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত নিয়মিত জার্নাল ও ত্রৈমাসিক সমাচার অনলাইনে পাঠ করলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে লেখকের অজ্ঞতা দূর হতো।

২. প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনো 'ফ্যাকাল্টি' নেই; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিচালিত হয় ধার করা শিক্ষক দিয়ে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ের ৮০ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। ওই শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে মাস্টার অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ (এমএএস), এমফিল এবং পিএইচডি প্রোগ্রাম পরিচালনা এবং অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিং, কোর্স কারিকুলাম ও সিলেবাস প্রণয়নে দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

৩। মোর্তুজা আহমেদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি 'বেকার তৈরির কারখানা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার ধারণা থাকা উচিত যে, সাম্প্রতিক সময়ে বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অধিকাংশই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক স্নাতক ফরেন সার্ভিস, প্রশাসন, পুলিশসহ সাধারণ শিক্ষা ও অন্যান্য ক্যাডারে চাকরি করছেন। অতিসম্প্রতি বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ওয়েবম্যাট্রিক্স র‍্যাংকিংয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় পঞ্চম স্থানে রয়েছে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সব স্নাতক ডিগ্রি অর্জনকারীই কেবল চাকরিপ্রার্থী হন না, স্বউদ্যোগে বিভিন্ন ব্যবসার ক্ষেত্রেও তারা অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগান।

৪. নিবন্ধে বলা হয়েছে, 'সঠিক পরিকল্পনা ও নীতি না থাকায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পচন শুরু হয়েছে।' এ ধরনের মন্তব্য উদ্দেশ্যমূলক কি-না সে ব্যাপারে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত ও বাস্তবায়িত সব পদক্ষেপ সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষ ওয়াকিবহাল।

এখানে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য উল্লেখ করা হচ্ছে, যা বিভ্রান্তি দূর করায় সহায়ক হবে :

* জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ই দেশের একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে ই-ফাইলিংয়ের মাধ্যমে দাপ্তরিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। ছাত্র ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, পরীক্ষার ফরম পূরণ, অধিভুক্তি, সব কলেজ ও শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ, পরীক্ষকদের সম্মানী, সব ধরনের ফি গ্রহণসহ যাবতীয় কাজ অনলাইনে সম্পাদিত হয়। এখানে 'ডিজিটাল কিউ ম্যানেজমেন্ট' সুবিধা সংবলিত 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার' চালু রয়েছে।
* শিক্ষার্থী ও সেবাগ্রহীতাদের তাৎক্ষণিক তথ্যসেবা প্রদানে অত্যাধুনিক কল সেন্টার চালু রয়েছে। প্রতি মাসে গড়ে ২২ হাজার সেবাগ্রহীতা ফোন করে তথ্যসেবা গ্রহণ করে থাকেন।
* সারাদেশের অধিভুক্ত কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে দেশের ৬টি প্রশাসনিক বিভাগে ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এগুলোকে সক্রিয় করা হয়েছে। পরীক্ষা সামগ্রী বিতরণ, পরীক্ষার ব্যবস্থাপনাসহ একাডেমিক অনেক কাজ এখন আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমেই সম্পাদন করা হচ্ছে। আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো পূর্ণাঙ্গ অবয়বে নিজস্ব অবকাঠামোসহ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ৪৮৪ কোটি টাকার প্রকল্প প্রণয়ন করে সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে, যা প্রি-একনেক পর্যায়ে রয়েছে।
* কলেজ শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশ্বব্যাংক ও সরকারের যৌথ অর্থায়নে ১৩ কোটি মার্কিন ডলারের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।
* জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তার নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে প্রতি বছর সরকারি-বেসরকারি নির্বিশেষে অধিভুক্ত সব প্রতিষ্ঠান থেকে ১১টি ব্যাচে ৩৩টি বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইতিমধ্যে ১০ হাজারেরও বেশি শিক্ষক এ প্রশিক্ষণ লাভ করছেন।
* বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপী আঞ্চলিক পর্যায়ে অধ্যক্ষদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে মতবিনিময় সভা করছেন।
* জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঞ্জীভূত সেশনজট নিরসনে ক্রাশ প্রোগ্রাম ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার ঘোষণা করা হয়েছে। ২০১৮ সালের মধ্যভাগ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হবে সম্পূর্ণ সেশন জটমুক্ত।
* বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষার ফল ৩ মাসের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে।
* মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ধারণ ও সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতক সম্মান পর্যায়ের সব শিক্ষার্থীর জন্য 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' আবশ্যিক বিষয় হিসেবে চালু করা হয়েছে।

কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকস্বল্পতা, শ্রেণীকক্ষের অভাব প্রভৃতি বিষয়ে লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত নেই। তবে দ্রুত এর কোনো সমাধান আছে বলেও মনে হয় না। তবে শিক্ষাবান্ধব সরকার এসব ব্যাপারে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। যেমন সরকারি কলেজে শূন্য ৩ হাজার পদে নিয়োগদানের লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি আনার লক্ষ্যে পিএসসির আদলে কমিশন প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলেছে।

কলেজ শিক্ষার বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্যসংবলিত ও বস্তুনিষ্ঠ যে কোনো লেখাকে আমরা সব সময় স্বাগত জানাই। আমাদের প্রত্যেকের মনে রাখা আবশ্যক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। দেশের অন্য সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব অসচ্ছল পরিবারের সন্তান বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা ভর্তির সুযোগ পান না কিংবা আর্থিক কারণে সেখানে পড়াশোনা করতে পারেন না, তাদের সিংহভাগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। খেটে খাওয়া মানুষের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার সর্বশেষ আশ্রয়স্থল এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়, ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় কিংবা এর লাখ লাখ শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা আহত ও হতোদ্যম হন– এরূপ কোনো কিছু করা কারও পক্ষে বাঞ্ছনীয় ও শোভনীয় নয়। আশা করি, বিষয়টি সবাই সে দৃষ্টিতে দেখবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে কারও যদি কোনো উত্তম সুপারিশ থাকে, আমরা তা সব সময় স্বাগত জানাব।